এক যে ছিল ডাইনি বুড়ি - ২

মাটেহুয়েলা থেকে হোসে বারেরা'র মোটর সাইকেলের পিছনে বসে রওনা দিল মারিয়া মঙ্গলবারের সন্ধ্যাবেলা। অস্টিন'এ এসে পৌঁছলো শনিবার সকালে। গোটা রাস্তাটা মোটর সাইকেলে পাড়ি দিয়েছিল ওরা। এর মধ্যে পথে কর্পাস ক্রিস্টিতে একদিন কাটিয়েছে। সেখানে কোথায় একটা মেলা চলছিল। বহু লোকের ভিড়, নানা রকম সাজ সরঞ্জাম চারিদিকে। টিকিট কেটে জায়েন্ট হুইলে বসলো দু'জনে। মারিয়ার ভয় করছিল। জায়েন্ট হুইল ঘুরছিল আর ওর মাথার মধ্যে সব কিছু যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। ভয় পেয়ে মারিয়া হোসের একটা হাত চেপে ধরেছিল। হোসে হাত সরিয়ে নেয়নি, আবার কোন রকম আগ্রহও দেখায়নি।

মেলায় ফটোগ্রাফার পোলারয়েড ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছিল। খদ্দের জুটলে সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার শাটার টিপে ছবি তুলে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিল ফটোখানা। একেবারে তৎক্ষণাৎ।

মারিয়াকে বারে বারে সেদিকপানে তাকাতে দেখে হোসে বললো, "ফটো তোলাবে?"

মারিয়া লজ্‌জারুণ মুখে ঘাড় নাড়লো।

ফটো তোলা হলে ফটোগ্রাফারকে পয়সা চুকিয়ে ফটোখানা মারিয়ার হাতে দিয়ে ভাসা ভাসা একটু হাসলো হোসে। তারপর অদূরে সারি দেওয়া খাবার বোঝাই ভ্যানগুলোর দিকে দেখিয়ে বললো, "চলো, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।" ফটোখানা একবার ভাল করে চেয়েও দেখলো না।

কর্পাস ক্রিস্টির মেলায় তোলা ওই ফটোখানা একদিনের তরেও কাছছাড়া করেনি মারিয়া : হোসে বারেরা আর মারিয়া এসপিনোজা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কি এক নৈসর্গিক আভা ঝলমল করছে দু'জনের মুখে। শুধুমাত্র পোলারয়েড ক্যামেরার গুণেই কি?

সেই রাতটা ওরা একটা নির্জন পার্কের বেঞ্চিতে ঘুমিয়েছিল। মেলা ততক্ষণে ভেঙে গেছে। মাঠ একেবারে খালি। মারিয়ার খুব খিদে পাচ্ছিলো। বিকেলে মেলায় হট-ডগ'এর ভ্যান থেকে হোসে ওকে একটা হট-ডগ কিনে খাইয়েছিল। তারপর আর কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞেস করলে মারিয়া মাথা নেড়ে বলেছিল তার

আর কিছু চাই না। হোসে এর পর গোটা এক প্লেট চাউ-মিয়েন খেলো অন্য একটা ভ্যান থেকে। মারিয়া মাথা নীচু করে বসে রইলো। দারুণ অস্বস্তি আর ঘোর অনিশ্চয়তা ঘিরে ধরেছিল তাকে। কপর্দকশূন্য অবস্থায় এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে এক সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের সাথে। হোসের ভদ্র, সংযত ব্যবহার মারিয়াকে আশ্বস্ত করার বদলে আরও যেন উদ্বিগ্ন করে তুলছিল তাকে।

তার এই সংক্ষিপ্ত জীবনের সীমিত অভিজ্ঞতায় মারিয়া বুঝেছে যে তার দেহটাই তার একমাত্র মূলধন। মাটেহুয়ালার লোমশ পেটমোটা প্রৌঢ় মুদি, ফোকলা সড়িঙ্গে-মার্কা রুটিওলা ও আরও যে কটা মাংসলোলুপ বুড়ো ভাম মারিয়াকে ছিঁড়ে খাবার ফন্দি ফিকির খুঁজছিল তাদের পাশে হোসে সাক্ষাৎ দেবদূত। সুপুরুষ, তরুণ, ভদ্র। মারিয়া নিজেকে হোসের কাছে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চায়, কিন্তু হোসের তরফ থেকে তাপ উত্তাপের আভাসমাত্র নেই।

কর্পাস ক্রিস্টির পার্কে সেই রাত্রে - মারিয়ার ইচ্ছাশক্তির বলেই বলতে গেলে - হোসের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হয়েছিল মারিয়া। কিন্তু পরদিন প্রত্যুষে হোসের ব্যবহারে প্রতীক্ষিত পরিবর্তনের ছিটে ফোঁটা প্রকাশ পেলো না। হোসে ঠিক আগের মতই ভদ্র, সংযত, নির্বিকার।

মারিয়ার আর্থিক সঙ্গতির কথা বিবেচনা করে হোসে তাকে অস্টিন'এ নিজের বারোয়ারি বাসা বাড়িতে নিয়ে তুললো। হোসে সেখানে দর্জির দোকানের আরও তিনজন সহকর্মীর সাথে ভাগাভাগি করে থাকে। বাড়ির এক প্রান্তে একটা খালি ঘর ছিল। খালি অর্থাৎ সে ঘরে কেউ থাকতো না, যত হাবি-জাবি বাতিল হওয়া জঞ্জালে ঠাসা ঘরখানা। তারই এক পাশে কোনরকমে একটুখানি ঠাঁই হল মারিয়ার।

বাড়িটায় মোট চারজন কর্মী থাকে - ওরা সবাই দর্জি। বিভিন্ন শ্রেনীর দর্জি, মাইনের তারতম্য আছে। হোসে আর রোনাল্দো নতুন কাজে ঢুকেছে, শিক্ষানবীশ এখনও। সামান্যই মাইনে পায়। ফিলিপোজ আর লোপেজ বয়সে একটু বড়, পেশাদার অভিজ্ঞ দর্জি।

সকালবেলা বেরিয়ে যায় চারজনে, ফেরে বিভিন্ন সময়ে। দর্জিখানার বাঁধা চাকরির পর এখানে সেখানে ঘুরে যা কিছু প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম

মিটিয়ে ঘরে ফেরে। রাতের খাওয়াটা বাইরেই সেরে আসে সচরাচর। হোসে নিজের স্বল্প মাইনে থেকে কয়েকটা টাকা নিয়মিত দেয় মারিয়াকে। মারিয়া তাই দিয়ে টেনেটুনে দিন চালায়। রুটি আর জল, তা-ও আধপেটাই বেশীরভাগ দিন। এটুকু যে জোটে সে জন্যে কৃতজ্ঞ মারিয়া। হোসের পুরোনো এক জোড়া টি-শার্ট আর শর্টস্ পরে থাকে বাড়িতে। নিজের ফ্রকটা ভাঁজ করে রাখা আছে বাইরে যাবার পোশাক হিসেবে, যদিও অতি সাধারণ, অতি শস্তা ও আধপুরোনো ফ্রকখানা।

মারিয়ার দেহটার দিকে দৃষ্টি দেয় না কেউ। হোসের সহকর্মীরা ধরেই নিয়েছে সে হোসের সম্পত্তি, যদিও মারিয়ার খোরাক বাবদ টাকা ক'টা হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া মারিয়া সম্বন্ধে কোনই উৎসুকতা দেখায় না হোসে।

বাসিন্দাদের কেউ কেউ তাদের বান্ধবীদের বাড়িতে নিয়ে আসে মাঝে মাঝে। নিজের ঘরে বসে খানা-পিনা করে, গান-বাজনার আওয়াজ আসে ঘর থেকে। গভীর রাতে মেয়েটিকে তার আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসে সে ঘরের বাসিন্দা। ক্বচিৎ কখনো রাতভোর থেকে যায় মেয়েটি, সকালে তার বন্ধু কাজে যাবার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায়। হোসের ঘরেও মাঝে মাঝে মেয়ে আসতে দেখেছে মারিয়া। হতাশায়, উদ্বেগে ছটফট করেছে সারারাত, কিন্তু হোসেকে মুখ ফুটে বলতে পারেনি কিছু। মাঝে মাঝে হোসে যে মারিয়ার হাবি-জাবি ভরা গোদামঘরে গভীর রাতে খানিকটা সময় কাটিয়ে যায় সে শুধু মারিয়ার আকুল আহ্বান এড়াতে না পেরে। হোসের তরফ থেকে কোনদিন আমন্ত্রণ আসে না। এর পর মারিয়া মা হ'ল। তার প্রথম সন্তান গ্যাব্রিয়েলা জন্ম নিলো। হোসে মারিয়ার ঘর থেকে কিছু কিছু আবর্জনা স্থানান্তরিত করে সেই ঘরে আর একটু জায়গা বার করলো। মাসান্তে মাসোহারা কয়েক টাকা বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু হোসের স্বাধীন জীবনযাত্রা অব্যাহত রইলো আগের মতই। গ্যাব্রিয়েলার পর এলো গুয়াদেলুপে। তার দু'বছর পর লিলিয়ানা। লিলিয়ানা যখন মাস দু'য়েকের তখন হোসে একটা রবিবার দেখে মারিয়া আর তার তিন বাচ্চাকে নতুন আবাসস্থানে এনে তুললো। আবার সেই সপ্তাহেই এক দিন মারিয়াকে নিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রি করে এলো হোসে। মারিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত আপ্লুত হয়ে গেল।

মারিয়া ভেবেছিল এবার হোসের সঙ্গে তার দূরত্ব ঘুঁচবে। নতুন বাড়িতে

ঘরসংসার করবে তারা স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায়। কিন্তু এবারেও হিসেব মিললো না।

হোসে এখন আর শিক্ষনবীশ নয়, টেলর মাস্টার। ভাল মাইনে পায়, অন্য দর্জিরা এখন ওর অধীনে কাজ করে। বাড়িটা হোসে কিনেছে না ভাড়া নিয়েছে জানে না মারিয়া। মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারে না হোসে এসব অহেতুক কৌতূহল পছন্দ করে না বলে। বাড়িটা একটু অদ্ভুত ধরনের। চারখানা ঘরের একটাই শুধু আস্ত ঘর। বাকি তিনটেয় দেয়াল আর ছাদ আছে কিন্তু দরজা জানলা নেই একটাও। দরজা জানলার জন্যে খোপ কাটা আছে, শুধু পাল্লাগুলো লাগানো নেই কোনটাতেই। জানলার খোপগুলো কাঠের শস্তা তক্তা ঠুকে পাকাপাকিভাবে বন্ধ করা। পাল্লাবিহীন দরজা বন্ধ করার উপায় নেই কোন।

বাড়ির একমাত্র স্নানঘর সেই আস্ত ঘরখানার সংলগ্ন। হোসে আস্ত ঘরখানায় নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে তালা মেরে বেরিয়ে যায়। আসে অনেক রাত করে। এসেই ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দেয়।

নতুন বাড়িতে এসে মারিয়ার জীবনযাত্রায় বিশেষ কোন পরিবর্তন আসেনি। হোসে মাসান্তে কিছু টাকা দেয় মারিয়াকে। টাকার অঙ্ক একটু বাড়লেও কষ্টে সৃষ্টে চালাতে হয় মারিয়াকে কারণ এখন শুধু তার একার খরচ নয়, তিনটি শিশুর প্রয়োজনও মেটাতে হয় তাকে।

একইভাবে কেটে যায় দিন। কেটে যায় বছর। আরও দুটি সন্তান হয়েছে মারিয়ার। গিয়েরমো আর সিসিলিয়া। পাঁচটি সন্তান নিয়ে মারিয়া সেই দরজাজানলাবিহীন ঘরে বাস করে। উঠোনে টিনের শেডের তলায় শৌচালয়, টিনের শেডের তলায় তোলা জলে স্নান করে। টেক্সাসে শীতের প্রকোপ কম বলেই রক্ষা। যেমন তেমন একটা রান্নাঘর চালু করেছিল এ বাড়িতে এসেই। শাক, সবজি, অন্ন যা যেটুকু জোটাতে পারে রান্না করে ছেলে মেয়েগুলোকে খাওয়ায়।

মাস্টার টেলর হোসের জীবন যাত্রায় কোনও পরিবর্তন নেই। পুরোনো ঠাট বাট বজায় আছে আজও। স্বভাবও। ঠাণ্ডা, নিরুত্তেজ, নিরুচ্ছাস। মারিয়া বা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া বাক্যালাপ নেই। মাসান্তে মাসোহারা দেয় মেপেজুকে, কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদন হয় তাতে।

আগে মাঝে মাঝে হোসে তার ঘরে মহিলা নিয়ে এসেছে কয়েকবার। বন্ধ ঘরে খানা-পিনা, গান-বাজনা ও অভিসারের স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছে মারিয়া ও সম্ভবত ছেলেমেয়েরাও, কারণ তারা ক্রমশ বড় হচ্ছে। মারিয়া বোবা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেছে, মুখ ফুটে বলতে পারেনি কিছু। একবার, একবার শুধু সহ্য করতে পারেনি সে। সেবার হোসের মহিলা বন্ধু রাত শেষে বাড়ি যায়নি। হোসে তাকে ঘরে রেখে কাজে বেরিয়ে গেল। আরও এক প্রহর সুখনিদ্রা দিয়ে মহিলা উঠে দরজা খুলে আত্মপ্রকাশ করলো। হোসে মহিলাটির কাছে মারিয়া ও ছেলেপুলেদের কি পরিচয় দিয়েছিল সঠিক না জানলেও খানিকটা আন্দাজ করা গেল তার হাব-ভাব আচরণে। অতি অভদ্র ভাষায় তুই তোকারি করে এটা ওটা হুকুম করতে লাগলো তাদের। তবু চুপ করে ছিল মারিয়া। হঠাৎ ওর পাঁচ বছরের মেয়ে লিলিয়ানার পিঠে দুম-দুম করে দুটো কিল বসিয়ে দিলো মহিলা। মারিয়া আর থাকতে পারলো না।

ছুটে গিয়ে মহিলার একটা হাত কষে চেপে ধরলো, "ওকে মারলে কেন? ও কি করেছে?"

মহিলা হাত ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো আর সেই সঙ্গে পরিত্রাহি চিৎকার, "কে আছ বাঁচাও, পাগলিটা আমায় মেরে ফেলবে!"

মুহূর্তে পাড়াপ্রতিবেশীর ভিড় জমে গেল। মারিয়া ওদের ব্যাপারটা বোঝাতে গেল, কিন্তু কাকে বোঝাবে? সবাই এক বাক্যে মহিলাকে সমর্থন করলো।

"হোসে দয়াপরবশ হয়ে এই পাগলি আর তার একপাল ছেলেপুলেকে আশ্রয় দিয়ে ভাল করেনি। ইস্ আর একটু হলেই এই মহিলার কি সাংঘাতিক বিপদ হতে যাচ্ছিল!"

"তার মানে? কে পাগলি? কাকে দয়াপরবশ হয়ে আশ্রয় দিয়েছে হোসে? হোসে আমার স্বামী, এরা হোসের ছেলেমেয়ে।"

প্রতিবেশীরা কেউ মুখ টিপে হাসে, কেউ চোখ ছানাবড়া করে মাথা দোলায়, "বাব্বাঃ, যে সে পাগল নয়, একেবারে সেয়ানা পাগল। এঃ, হোসের বিয়ে করা বউ, হোসের এই এতগুলো আণ্ডা-বাচ্চা বিইয়েছে। হোসে বারেরা সত্যি বড্ড ভালমানুষ, অতিরিক্ত সরল। অপাত্রে দয়া দেখিয়ে এবার বুঝবে মজাখানা।"

মারিয়ার মাথায় যেন খুন চেপে গেছে।

চিৎকার করে বললো, "বিশ্বাস হচ্ছে না? দাঁড়াও, আমার বিয়ের সার্টিফিকেট দেখাচ্ছি। একটু অপেক্ষা করো।"

ছুটে হোসের ঘরে ঢুকলো মারিয়া। আলমারি খুলে চামড়ার কালো ব্যাগ নামালো।

তার থেকে এক গোছা কাগজপত্র হাঁতড়ে বিয়ের সার্টিফিকেট বার করে সমবেত প্রতিবেশীদের সামনে মেলে ধরে বললো, "পড়ে দ্যাখো, জোরে জোরে পড়ে শোনাও সবাইকে।"

ভিড়ের মধ্যে করিৎকর্মা কেউ পড়তে শুরু করলো। আদ্যোপান্ত পড়ে শোনালো পুরো কাগজখানা। অতগুলো মানুষ নিস্পন্দ নিঃসাড় দাঁড়িয়ে রইলো চিত্রার্পিতের মত। সরকারী ছাপমারা দলিল। কোথাও কোন ফাঁক নেই। মারিয়া এস্পিনোজা নিঃসন্দেহে হোসে বারেরার বিবাহিতা পত্নী।

নিঃশব্দে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে সবাই, কারও মুখে রা-টি নেই আর। কতক্ষণ এভাবে কাটতো কে জানে। অদূরে মোটর সাইকেলের শব্দ শোনা গেল। মোটর সাইকেল থামিয়ে হোসে বাড়িতে প্রবেশ করলো। বাড়ির মধ্যে এতজন মানুষ এভাবে ভিড় করে রয়েছে দেখে ভারি অবাক হল হোসে। হোসের বান্ধবী হাঁউ-মাঁউ করে কি সব বলতে বলতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। উপস্থিত ভদ্রলোকদের একজন বিয়ের সার্টিফিকেটখানা হোসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নীরবে প্রস্থান করলো। অন্যেরা তার অনুসরণ করলো।

মারিয়া তার দরজা-জানলা বিহীন ঘরের মেঝেয় বসে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করছিল। হোসে তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

হাতের কাগজখানা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে নির্মম কণ্ঠে বললো, "তোমার যখন খুশি এখান থেকে চলে যেতে পারো। তোমাকে আমি সেধে ডেকে আনিনি। তোমাকে আমি থাকতেও বলিনি। তুমি সম্পূর্ণ নিজের গরজে এসেছিলে এবং নিজের গরজে আছ। আই ডোন্ট ও ইউ এনি থিং। আমার উপর তোমার কোনও দাবী নেই। এই কথাটা সব সময় মনে রেখো।"

এর পর আরও সাত বছর বেঁচে ছেল মারিয়া। একদিনের তরেও কোন বিচ্যুতি হয়নি আর। আর কখনো নিজের দাবী তোলেনি সে। হোসের দেওয়া স্বল্প মাসোহারায় ছেলেমেয়েদের যথাসাধ্য ভাল করে মানুষ করার চেষ্টা করেছে। হোসে কোনদিন তাদের প্রতি স্নেহ-অনুকম্পার ছিটে ফোঁটাও প্রকাশ করেনি। ঐ ঘটনার পর হোসের বান্ধবীরা কেউ আর বাড়িতে আসেনি। তবে তার অভিসার অব্যাহত ছিল। হোসেই বাড়ি থেকে অনুপস্থিত থেকেছে রাতের পর রাত।

মারিয়া মারা গেছে বছর তিনেক আগে। অতি অদ্ভুত ভাবে। মারিয়া খবর

পেলো তার বোন মেলা অস্টিন'এ বেড়াতে এসেছে এবং মারিয়াকে দেখতে চায়। মারিয়া ওকে ওয়ালমার্টে আসতে বললো। মারিয়ার হাতে টাকা নেই যে বোনকে রেস্টুরেন্টে ডেকে খাওয়াবে। ভাবলো ওয়ালমার্টের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঘুরতে ঘুরতে কথাবার্তা বলা যাবে। শস্তা কিছু টিফিনও খাওয়া যেতে পারে সেখানে।

মেলা এসেছিল। দুই বোন গল্পগুজব করলো। একটা ট্যাক্সিতে এসেছিল মেলা। মেলা বললো মারিয়াকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে যাবে। মারিয়াকে নামিয়ে মেলাও নেমে পড়লো। বললো ওর নাকি বাথরুম যাবার দরকার। মারিয়া ভেবে পেলো না কি বলবে। এতক্ষণ মেলাকে নিজের স্বামী ছেলেপুলে ঘরকন্না সম্বন্ধে বানিয়ে বানিয়ে এক রাশ মিথ্যে কথা বলেছে, সুখে ভরপুর সুন্দর স্বপ্নময় ছবি এঁকেছে। হোসের সঙ্গে টেক্সাসের মেলায় তোলা ছবিখানা নিয়ে গেছিল বোনকে দেখাবে বলে। মেলার স্বামী এক আধবুড়ো দোকানদার।

মারিয়া বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসার পর মেলা নেকড়েগুলোর গ্রাসের মধ্যে গিয়ে পড়লো। মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে পর পর তিনবার গর্ভপাত ও একটি মৃত সন্তানের জন্ম তার অপুষ্ট দেহখানাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। রূপহীনা স্বাস্থ্যহীনা মেয়েকে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়াতে রাজি হ'ল না ম্যানুয়েলা। মাটেহুয়ালার বাইরে অন্য শহরে কোন পরিবারে ঝি'এর কাজে লাগিয়ে দিলো। সবাই জানলো হাওয়া বদল করতে গেছে মেয়ে। মেলার গৃহকর্ত্রী দয়াবতী, খেতে-টেতে দিতো। কিছুদিনের মধ্যে হৃত স্বাস্থ্য ও রূপ কিছুটা ফিরে পেলো মেলা। সেখানকার এক প্রৌঢ় মৃতদার দোকানি মেলাকে দেখে বিয়ের প্রস্তাব করে ও তাকে বিয়ে করে। তার আগের পক্ষের গুচ্ছের ছেলেমেয়ে। তাদের দেখাশোনা ও সংসার সামলানোর জন্যে একজন দুস্থ অল্পবয়সী স্ত্রীলোকের খোঁজে ছিল লোকটি যে তার স্ত্রীর অভাবও মেটাতে পারবে। সব মিলিয়ে মেলা খেয়ে-পরে মোটামুটি ভালই আছে বলতে গেলে।

মারিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে মেলা তাকে নামিয়ে দিয়ে বাইরে থেকেই চলে যাবে, মারিয়ার বাস্তব জীবন সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারবে না। কিন্তু হঠাৎ মেলার বাথরুম যাবার প্রয়োজন পড়তে সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। বাড়ির একমাত্র ভদ্রদুরস্ত বাথরুম হোজের ঘরের লাগোয়া। হোজে নিজের ঘরে তালা মেরে কাজে চলে গেছে, অতএব ওই বাথরুম এখন নাগালের বাইরে। মারিয়া এই বিশ্রী পরিস্থিতি সামলানোর পথ খুঁজে পায় না। ভেবে আকুল হয়।

হঠাৎ মেলা হাতব্যাগ খুলে একটা পিস্তল বার করে গুড়ুম করে গুলি করলো মারিয়ার বুকে। চিৎকার করে বলতে লাগলো, "আমাকে নেকড়েগুলোর মুখে ফেলে দিয়ে নিজে সুখের সংসার বসানোর জন্যে পালিয়ে এলি? আমার কথা একবারও ভাবলি না? তুই তো অল্পবয়সী সুপুরুষ স্বামী পেলি, ছেলেপুলে পেলি। আমি কি পেলাম? আমার নরক ভোগের দিনগুলোর জন্যে কে খেসারৎ দেবে? বল্ কেন পালিয়েছিলি? বল্?"

সবাই মিলে মেলাকে পুলিসের হাতে তুলে দিলো। মারিয়া হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মারা গেল। মেলা এখন পাগলা গারদে।

উপরের ঘটনাগুলো লুপের বাবা-মা'র কাহিনী। অ্যানমেরীর কাছে শোনা। তবে একবারে গোটা গল্পটা শুনিনি। লুপের কান বাঁচিয়ে অল্প অল্প করে বলতো অ্যানমেরী, সুযোগ সুবিধা বুঝে। অ্যানমেরী বললো লুপের দাদামশাই অর্থাৎ ম্যানুয়েলার স্বামী জেফ্রি টমসন নাকি অ্যানমেরীর বাবার দূর সম্পর্কের কাকা। দূর সম্পর্কের হলেও অ্যানমেরীর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তারপর হঠাৎ ম্যানুয়েলাকে বিয়ে করে বসলেন। ম্যানুয়েলা তখনো পুরোপুরি ভুডু-বিশারদ হয়ে বসেনি। তবু তার সম্বন্ধে নানারকম কানাঘুষো শোনা যেতো। বিয়েটা যে বেশীদিন টিকবে না দু'তরফেই বুঝেছিল সে কথা। ম্যানুয়েলার নজর ছিল জেফ্রি টমসনের মোটা রকম ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের উপর। তাই ডিভোর্স অবধি গড়ানোর আগেই স্বামীকে সরিয়ে ফেলার ফন্দি আঁটলো সে। নানাবিধ অস্বাভাবিক অসুখ-বিসুখ-অঘটন অতি ঘন-ঘন ঘটতে লাগলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেল জেফ্রি। পাড়া প্রতিবেশীরা বলে তুক-তাক ঝাড়-ফুঁক করে ম্যানুয়েলাই করলো এটা। আবার অনেকে বলে তুক-তাক ঝাড়-ফুঁক নয়, স্বামীকে স্লো পয়জনিং করে মেরে ফেলেছে সে। যাই হোক জেফ্রির টাকাকড়ি ধনসম্পত্তি - যা পরিমানে অগাধ না হলেও অনেক ছিল - করায়ত্ত করে বেশ কিছুদিন মৌজ মৌতাত করে কাটালো ম্যানুয়েলা। তারপর ভুডু-বিশারদের পেশা নিয়ে পাকাপাকিভাবে ব্যবসায় নামলো।

অ্যানমেরী বললো, "একটা জিনিস আমার ভারী আশ্চর্য লাগে। ম্যানুয়েলা এসপিনোজা'ই তো ওদের সকল দুর্দশার জন্য দায়ী। তাকে বাদ দিয়ে মেলা হঠাৎ তার দিদিকে গুলি করতে গেল কেন?"